প্রথম আলো

তারিখ 22 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

৬৬টি খাতা উদ্ধার, ছাত্রলীগ নেতাসহ দুজন গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল অফিস ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯টি খাতাসহ টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের অর্থ সম্পাদক মনিরুল সালেহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় শহরের ক্লাব রোডের সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের কার্যালয় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে টাঙ্গাইল গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সদস্যরা। পরে তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ১৭টি উত্তরপত্র, ১৮টি ওএমআর শিট ও ৩০টি সাদা পৃষ্ঠাসহ আবদুল্লাহ নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মনিরুল (২৮) সরকারি সা'দত কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও সখীপুর উপজেলার বড়চওনা গ্রামের বাসিন্দা। আবদুল্লাহর (২০) বাড়ি মধুপুর উপজেলায়। উত্তরপত্র উদ্ধারের ঘটনায় ডিবির উপপরিদর্শক (এসআই) শামছুল ইসলাম টাঙ্গাইল সদর থানায় মামলা করেছেন।

টাঙ্গাইল ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯টি সাদা খাতা ঢাকায় পাঠানোর জন্য সোমবার সন্ধ্যায় শহরের ক্লাব রোডে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের কার্যালয়ে যান ছাত্রলীগ নেতা মনিরুল। খবর পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ সেখান থেকে তাঁকে খাতাসহ আটক করে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শহরের বিশ্বাস বেতকা শিবনাথ পাড়া এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালানো হয়। ওই বাসার নিচতলার একটি ছাত্রাবাস থেকে ১৭টি উত্তরপত্র, ১৮টি ওএমআর শিট ও ৩০টি সাদা পৃষ্ঠাসহ আবদুল্লাহকে আটক করা হয়। উত্তরপত্রগুলো ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ইংরেজি (আবশ্যিক) বিষয়ের।

ডিবি পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া দুজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় এসব উত্তরপত্র, ওএমআর শিট সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে এসব সাদা খাতায় উত্তর লিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের মূলখাতার সঙ্গে গেঁথে দিতেন।